নৈতিক বিকাশ (কোহলবার্গ) এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর তাৎপর্য

লরেন্স কোহলবার্গ মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের নৈতিক বিকাশ কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তার তত্ত্বকে নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব বলা হয়। শিশুর যুক্তির বিচারবিশ্লেষণ করে কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, বিকাশ হল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমঅগ্রসরমূলক প্রক্রিয়া। বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্ববর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব মানুষের আচরণের যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এগুলি হল —

1. শৈশবে শিশুর যেটুকু জ্ঞানমূলক বিকাশ হয় তার দ্বারা সে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। উভয় পরিবেশের সাথে অভিযোজন (মানবের জীব) শিশু নানাভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। সামাজিক পরিবেশে শিশু ও সমাজের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাই হল নৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি।
2. নৈতিক বিকাশ হল প্রধানত জ্ঞানমূলক বিকাশ, কারণ নৈতিক আচরণের উৎস কোন প্রক্ষোভমূলক ক্ষেত্র নয়। নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর, যা জ্ঞানমূলক বিকাশের মাধ্যমেই সম্ভব।
3. মানুষের তিনটি ক্ষমতা তার নৈতিক বিকাশে সহায়তা করে। এগুলি হল — তার বাহ্যিক আচরণ, সে যেন ওই আচরণ করছে এবং ওই আচরণের ফলে তার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটছে — এই তিনটির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারে।

নৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মূল উপাদান

কোহলবার্গ মানুষের নৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের মূল উপাদান হল 3টি। এগুলি হল —

P.T.O